চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ০২.০১.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি-

চসিককে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি করতে চাই: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে স্বাবলম্বি করতে অতীতের হওয়া বিভিন্ন অনিয়ম দূর করার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। বৃহস্পতিবার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে চসিকের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের গঠিত কমিটির সাথে আয়োজিত বিশেষ সাধারণ সভায় মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, দুর্নীতি কমাতে হবে। এই দুর্নীতির কারণে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সঠিক রেভিনিউ পাচ্ছে না। আর্থিক সংকটে সেবামূলক কার্যক্রমগুলো চালাতে আমরা খুব বাধাগ্রস্ত হচ্ছি। যার কারণে এই যে সমস্ত নিয়ম-কানুনকে ডেভিয়েট করে যে নির্দেশগুলো দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে ট্যাক্স কালেকশনের ক্ষেত্রে সেগুলো বাতিল করতে হবে। "যেসব শপিং কমপ্লেক্সে, মার্কেটে যাদেরকে আমরা ভাড়া দিয়েছি যাদের সাথে আমাদের চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তির যেখানে বরখালাপ হয়েছে। যদি চুক্তিতে থাকে যার নামে দোকান বরাদ্দ তাকে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে কিন্তু সে যদি আরেকজনকে ভাড়া দিয়ে থাকে তাহলে এই ধরনের চুক্তিগুলো নতুন করে অথবা এই চুক্তিগুলো আমরা বাতিল করতে পারি।" চসিকের বিলবোর্ডের চুক্তি বাতিলের নির্দেশনা দিয়ে মেয়র বলেন, যত বিলবোর্ড আছে সমস্ত বিলবোর্ডের চুক্তি বাতিল করে দিন। আমরা অনিয়মে কারণে অসম্ভব বেশি ট্যাক্স থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি বিলবোর্ডের। সেন্ট্রাল প্লাজাতে সাতটা বিলবোর্ড দেয়া হয়েছে। সাতটা বিলবোর্ডে তারা বছরে চার-পাঁচ কোটি টাকা ইনকাম করছে। কিন্তু আমরা পাচ্ছি বছরে মাত্র ২১ লাখ টাকা। আমার মনে হয় এইসব ব্যাপার নিয়ে আমাদেরকে খুব স্ট্রিক্টলি আগাতে হবে এবং আমরা সমস্ত বিলবোর্ড এবং সমস্ত সৌন্দর্য বর্ধনের চুক্তি সব বাতিল করে নতুনভাবে নতুন বছরে আমরা আমাদের এগুলো এগিয়ে নিয়ে যাব। চসিককে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি করতে নেয়া পদক্ষেপ সম্পর্কে মেয়র বলেন, আল্লাহর রহমতে আমরা প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি ফেরত পেয়ে যাচ্ছি। এ বিষয়ে কার্যক্রম আল্লাহর অসীম রহমতে অলমোস্ট শেষের দিকে। আমরা বন্দর থেকে যে এক শতাংশ হারে মাসুল যেটা চেয়েছি সেটা পজিটিভলি আগাচ্ছে। আরেকটি সুখবর এখন বন্দরের দুইজন ভদ্রলোক ফিন্যান্সের যারা দায়িত্বে আছে তারা আমাদের সাথে দেখা করেছেন। বন্দর থেকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন যে হোল্ডিং ট্যাক্স পায় তা বাণিজ্যিক হারে পাওয়ার আশ্বাস পেয়েছি। সম্ভবত সেটা ১৬২ কোটি টাকা বাৎসরিক হবে। ওইটার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তারা দুজন এসেছেন, আমার সাথে কথা বলেছে। আমি বন্দরের চেয়ারম্যান সাহেবের সাথেও কথা বলেছি। উনিও পজিটিভ আছেন। সচিব মহোদয় পজিটিভ আছেন। আমার মনে হয় এটা যদি হয়ে যায় আল্লাহ রহমতে আমাদের একটা ভালো এমাউন্ট আমরা আশা করি পাব। এজন্য বলছি আমরা একটা পজিটিভ ফ্রেম অফ মাইন্ড নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা প্রতিটি জায়গায় আমি চাচ্ছি যে ইরেগুলারিটিসগুলো হয়েছে সেগুলো ঠিক করতে।

সবার সহযোগিতা চেয়ে মেয়র বলেন, আমরা চাচ্ছি যে সিটি কর্পোরেশনকে একটা আয়বর্ধক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে । এটা হলে নাগরিকদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে আরও বেশি সেবা করতে পারবো আমরা। আমাদের সবাইকে সেজন্য পজিটিভ এবং মাইন্ড নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে এবং আমাদেরকে সবাইকে একটিভ হতে হবে,, ডায়নামিক হতে হবে এবং আমাদেরকে সবারই সবার জায়গা থেকে এই কাজে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করতে হবে।সভায় চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, সচিব মো. আশরাফুল আমিনসহ চসিকের বিভাগীয় ও শাখা প্রধানগণ এবং নগরীর বিভিন্ন সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে ইপসার উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নতিকরণে বিন ও বর্জ্য সংগ্রহকারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ ।

ইপসা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যাবস্থাপনা প্রকল্প কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নতিকরণে বিন বিতরণ ও বর্জ্য সংগ্রহকারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান আজ বৃহস্পতিবার নগরীর চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ে আয়োজিত হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে চট্টগ্রাম নগরীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করার লক্ষ্যে তিনটি রঙের বিন বিতরণ এবং বর্জ্য সংগ্রহকারীদের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধানদের হাতে তিনটি করে রঙিন বিন (সবুজ, হলুদ, লাল) তুলে দেন, যা পচনশীল, অপচনশীল ও ঝুকিপূর্ণ বর্জ্য পৃথকীকরণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। একইসাথে বর্জ্য সংগ্রহকারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন সুরক্ষা সামগ্রী, যেমন গ্লাভস, মাস্ক, এবং গামবুট প্রদান করা হয়। চসিকের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন ইপসার এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, "ইপসা

নগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় যে অবদান রাখছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বর্জ্য ব্যবস্থা শেখার মাধ্যমে ক্লিন সিটি গড়তে ভূমিকা রাখবে। তারা শৈশব থেকে পরিবেশ রক্ষায় আগ্রহী হবে। প্লাস্টিক, পলিথিন যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়নে এধরনের অভিনব উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।" চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম বলেন, "ইপসা সুদীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।"
অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা, উপ প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা প্রণব কুমার শর্মাসহ চসিক পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানবৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা। ইপসার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (অর্থ) পলাশ কুমার চৌধুরী, পরিচালক (অর্থনৈতিক উন্নয়ন) মো. মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী, সহকারি পরিচালক ও ইয়ুথ ফোকাল মো. আব্দুস সবুর এবং প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব অপূর্ব দেবসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। সহকারি পরিচালক ও প্রকল্প ফোকাল জনাব মো. আব্দুস সবুর প্রকল্পের অগ্রগতি ও উন্নয়ন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন। তিনি জানান ২০২২ হতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ২১,৭৪৩ টন প্লাস্টিক বর্জ্য এই প্রকল্পের মাধ্যমে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হয়েছে।
ইপসা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে ২০২২ সাল থেকে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৪১টি ওয়ার্ডে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্জ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, বিন বিতরণ, এবং বর্জ্য সংগ্রহকারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম চলছে। যা চট্টগ্রাম শহরকে একটি পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত এবং পরিবেশবান্ধব শহরে পরিণত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

বহদ্দারহাট-বাদুরতলা ব্যবসায়ী কল্যাণ সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সংবাদ

সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজদের কোন দল থাকতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডাঃ শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, যারা সন্ত্রাসী- চাঁদাবাজি করবে তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে। তারা কোন দল সেটা বিবেচনার বিষয় নয়। তারা সন্ত্রাসী সেটাই পরিচয়।বুধবার রাতে নগরীর পাঁচলাইশ থানার আরাকান হাউজিং সংলগ্ন মাঠে বহদ্দারহাট-বাদুরতলা ব্যবসায়ী কল্যাণ সমবায় সমিতির উদ্যোগে চসিক মেয়রের সংবর্ধনা ও শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।বহদ্দারহাট-বাদুরতলা ব্যবসায়ী কল্যাণ সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আশরাফ চৌধুরী, পাঁচলাইশ থানা বিএনপির সাবেক সভাপতি মামুনুল ইসলাম হুমায়ূন, পাঁচলাইশ থানার ওসি মোহাম্মদ সোলাইমান, সমিতির উপদেষ্টা ইসমাইল চৌধুরী হানিফ,আলহাজ্ব জসিম উদ্দিন, আলহাজ্ব মুজিবুর রহমান, নেজাম উদ্দীন, কামাল উদ্দিন, মিনহাজ মাহবুব, মাশফিকুর রহমান, থানা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক শহিদুর রহমান বেলাল, শুলকবহর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি কাজী শামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক হাসান চৌধুরী ওসমান।ডাঃ শাহাদাত হোসেন বলেন, রাজনীতি হচ্ছে মানুষের জন্য। মানুষের উন্নয়নের জন্য আমরা রাজনীতি করছি। আমাদের জীবন চলার পথে যা কিছু করবো তা মানুষের জন্য করবো। চট্টগ্রামে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন, তারা চাইলে শীতে যারা কষ্ট পাচ্ছে তাদের সহযোগিতা করতে পারে। কিন্তু দূর্ভাগ্য সেটা আমরা দেখছি না। দানের কারণে কমে না বরং বাড়ে। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে হয়। তিনি বলেন, আপনাদের দোয়ায় সেবক হিসেবে কাজ করছি, নগর পিতা নয় মেয়র হিসেবে সেবক হয়ে দায়িত্ব পালন করতে চাই। ক্লিন সিটি গ্রিন সিটি করার সেটা করতে চাই। এতে সবার একসাথে কাজ করতে হবে। ককসিট সহ নালা নর্দমায় ময়লা আবর্জনা দূর করতে হবে। এগুলো জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। হকারদের উচ্ছেদ করলে হবে না পুনর্বাসন করতে হবে। যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলবেন না। সচেতন হতে হবে, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গিয়ে সচেতনতা করছি। পরিচ্ছন্ন কর্মী আছে তারা কাজ করে কি না তা দেখবেন, মনিটরিং করবেন। এ শহর আমার একার নয় সবার, সবাই মিলে পরিচ্ছন্ন নগরী হিসেবে গড়ে তুলবো।
বহদ্দারহাট-বাদুরতলা ব্যবসায়ী কল্যাণ সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আশরাফ চৌধুরী, পাঁচলাইশ থানা বিএনপির সাবেক সভাপতি মামুনুল ইসলাম হুমায়ূন, পাঁচলাইশ থানার ওসি মোহাম্মদ সোলাইমান, সমিতির উপদেষ্টা ইসমাইল চৌধুরী হানিফ,আলহাজ্ব জসিম উদ্দিন, আলহাজ্ব মুজিবুর রহমান, নেজাম উদ্দীন, কামাল উদ্দিন, মিনহাজ মাহবুব, মাশফিকুর রহমান, থানা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক শহিদুর রহমান বেলাল, শুলকবহর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি কাজী শামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক হাসান চৌধুরী ওসমান।সমিতির সহ-সভাপতি মোজাম্মেল হক ও মোঃ রুবেলের যৌথ সঞ্চালনয় বক্তব্য রাখেন সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক কামাল উদ্দিন, অর্থ সম্পাদক আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, শুলকবহর ওয়ার্ড বিএনপি নেতা বাবুল হক, চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ইকবাল হোসেন, জিয়া মঞ্চের কেন্দ্রীয় সহ-সম্পাদক খোরশেদ আলম ফারুকী, চান্দগাঁও থানা যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক গুলজার হোসেন, শুলকবহর ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক সাদেক হোসেন, সিদ্দিক আহমেদ, জামাল উদ্দিন, জসিম উদ্দিন, মহানগর কৃষক দলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ইকবাল হোসেন জিসান, রাসেল আকাশ প্রমুখ।

চউক কাজির দেউরি কাঁচা বাজার সমিতির নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দের চসিক মেয়রের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন চউক কাজির দেউরি কাঁচা বাজার দোকান মালিক ও ব্যবসায়ী সমিতির নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দ। মঙ্গলবার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে এ সৌজন্য সাক্ষাতে সমিতির নেতারা মেয়রের সাথে বাজার এলাকার বিভিন্ন সমস্যা, উন্নয়ন কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। সাক্ষাৎকালে উপস্থিত ছিলেন সমিতির এম. এ. রাজ্জাক, জাকির হোসেন, নুরুল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম, আরফান উদ্দিন টিটু এবং নাছের আলম।

মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানান এবং তাদের উন্নয়নমূলক কাজের প্রতি তার পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি কাঁচা বাজারের আধুনিকায়ন এবং ক্রেতাদের সুবিধার্থে বিশেষ পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন। সাক্ষাৎকালে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন,"চট্টগ্রামের বাজারগুলোকে আধুনিক ও ক্রেতাবান্ধব করতে আমাদের বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে। বাজারের সমস্যা সমাধান এবং ব্যবসায়ীদের উন্নয়নে চসিক সর্বদা প্রস্তুত। এই শহরের ব্যবসায়ীরা আমাদের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি। তাদের সহায়তা ও সহযোগিতা নিশ্চিত করাই আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার। আমি বিশ্বাস করি, ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে একসাথে কাজ করলে আমরা বাজারগুলোর চেহারা বদলে দিতে পারব।"তিনি আরও বলেন, "বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের জন্য পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ অবকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমি নবনির্বাচিত কমিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ আশা করি। ব্যবসায়ীদের দাবি-দাওয়া সঠিকভাবে সমাধানের জন্য চসিক আন্তরিকভাবে কাজ করছে এবং করবে।"মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন সমিতির নেতাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "নেতৃত্বের মাধ্যমে আপনাদের এলাকার ব্যবসায়ীদের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে। ভবিষ্যতে বাজারের আধুনিকায়ন কার্যক্রমে আপনাদের মতামত ও সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ।" মেয়র আশ্বাস দেন যে, ব্যবসায়ীদের যেকোনো যৌক্তিক চাহিদা ও সমস্যার সমাধানে তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন।

।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮